প্রেমচাঁদ জয়ন্তী

সুখবর ব্যুরো : গত ৩১ জুলাই বৃহস্পতিবার সাহিত্য আকাদেমির প্রধান কার্যালয় দিল্লিতে সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত সাহিত্য মঞ্চের কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে প্রেমচাঁদ জয়ন্তীতে প্রেমচাঁদের উত্তরাধিকার আর বর্তমান আখ্যানের দৃশ্যপট নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন হয়। ওই কার্যক্রমে বিশিষ্ট লেখক শ্যোরজ সিং 'বেচাইন' প্রেমচাঁদের উত্তরাধিকারকে বিশাল আর বহুমাত্রিক বলে বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন যে একজন লেখকের কাজ হল আয়না দেখানো, যা প্রেমচাঁদ অত্যন্ত সততার সঙ্গে করেছেন। প্রেমচাঁদের দ্বারা দলিত চরিত্রগুলির চিত্রায়ন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করার সময় তিনি বলেন যে প্রেমচাঁদ দলিতদের জীবনের ট্র্যাজেডিকে খুব সত্যের সঙ্গে উপস্থাপন করেন, কিন্তু তার কোনো চরিত্রকে এর খুব বেশি বিরোধিতা করতে দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে, তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করার সময়, তিনি বলেছিলেন যে এটিও কারণ লেখকের দায়িত্ব সত্য প্রকাশ করা, পরিবর্তনের

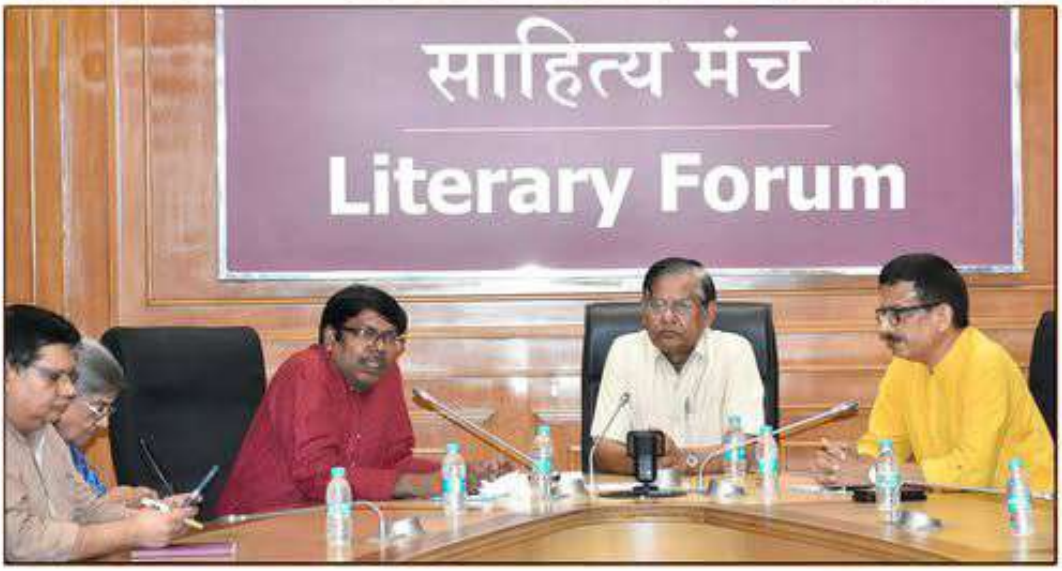

কাজটি সেই সমাজকেই করতে হবে। প্রেমচাঁদের সংগ্রামী জীবনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন যে তিনি অনেক ঝুঁকি নিয়েছিলেন আর সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন। বিখ্যাত সাংবাদিক শিবকুমার রাই তার বক্তৃতায় প্রেমচাঁদের জীবন ও লেখা থেকে অনেক উদাহরণ দিয়ে বলেন, তাঁর উত্তরাধিকার অমূল্য আর নতুন প্রজন্মের তা থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত। অনুষ্ঠানের পরে, প্রশ্নোত্তর পর্বে, গল্পকার রাজকুমার গৌতম প্রেমচাঁদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে মন্তব্য করেন আর বলেন যে নতুন প্রজন্মকে কেবল তাঁর লেখায় নয়, তাঁর জীবন সংগ্রাম ও উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাও বুঝতে হবে। অনুষ্ঠানে লেখক আর শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। রীতারাণী পালিওয়াল ও আরও অনেক লেখক তাদের মতামত জানান আর বক্তারা অনেক গবেষকের প্রশ্নের উত্তরও দেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাহিত্য অকাদেমির উপ-সচিব ড. দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ।